দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৫ OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য রক্ষা করিতে হইবে

সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হইয়াছে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজ তাহার ঐতিহ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিশেষত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয়টির যে সুনাম ছিল এককালে, তাহা একেবারেই হ্রাস পাইয়াছে। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকের সংকট, ঠিকমতো ক্লাস না হওয়া, ব্যাপক অনুপস্থিতি, ছাত্রাবাসে আসনের তুলনায় তিনগুণ ছাত্রের বসবাসের কারণে পড়াশোনার পরিবেশ না থাকা ইত্যাদি কারণে শিক্ষার মান বিঘ্নিত হইতেছে। আর উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল মন্দ হইবার পিছনে রহিয়াছে উচ্চমাধ্যমিকের তুলনায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তরের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়া। ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়টিতে দেশের সেরা মেধাবীরাই নন, বিদেশি ছাত্ররাও পড়িতে আসিতেন একসময়। তাহারা থাকিতেন মহাবিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে। সেই সকল দিন গত হইয়াছে। ১৯৯০-এর পর কলেজের ছাত্ররাজনীতিতে দখলদারি, ভর্তিতে হস্তক্ষেপ ও সংঘাত-সংঘর্ষ, তদবির করিয়া শিক্ষকের বদলির সংস্কৃতি চালুসহ বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড শুরু হইবার পর মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অবনমন হইতে শুরু করে। ১৯৯৫-৯৬ সালের পর উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে ইহার বিরূপ প্রভাব পড়িলে ফলাফল মন্দ হইতে থাকে। তখন হইতে মহাবিদ্যালয়টির প্রতি উচ্চমাধ্যমিকের মেধাবী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আগ্রহও হারাইতে থাকে।

বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রটি বহুবিস্তৃত হইয়াছে, সরকারি নানান উদ্যোগে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি হইয়াছে। প্রাইমারি শিক্ষা অবৈতনিক হইবার কারণে ঝরিয়া পড়িবার হার ঠেকানো গিয়াছে এবং শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেও অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু শিক্ষার সার্বিক মান বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইবে না। প্রশ্নফাঁস ও জিপিএ ফাইভ বৃদ্ধির মাধ্যমে ফলাফলের অতিমূল্যায়ন শিক্ষাখাতের দুষ্টক্ষতের ন্যায় চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী অনেক প্রতিষ্ঠানের মানের অবনমন আমাদের চিন্তিত করিয়া তোলে। এইসকল অবনমন কিংবা সীমাবদ্ধতার নানান কারণ রহিয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব ও বিবেচনা অন্যতম কারণ, এই কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষকমণ্ডলীর উপরে। কিন্তু ঢাকা কলেজের শিক্ষকদের একটি বড় অংশ বদলি হইয়া আসেন 'তদবির' ও 'রাজনৈতিক বিবেচনায়'। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাত্র ভর্তিতেও দেখা গিয়াছে। ছাত্রাবাসগুলিতে আসন বরাদ্দও নিয়ন্ত্রণ করে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি। ছাত্রাবাসে পড়াশুনার পরিবেশের অনুপস্থিতির অন্যতম কারণও ছাত্র রাজনীতি। কেবল ঢাকা কলেজ নহে, পুরা দেশেই একই চিত্র পাওয়া যাইবে।

গ্রামীণ পর্যায়ে বেকারত্ব ঘুচাইবার অন্যতম ক্ষেত্র হইল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি। স্থানীয় বেকার যুবকদের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হয় স্থানীয় বিদ্যালয় কিংবা মহাবিদ্যালয়। অভিযোগ রহিয়াছে যে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগ হয় অর্থের বিনিময়ে ও রাজনৈতিক সংযোগের মাধ্যমে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা পর্ষদে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের দাপটে অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী অসহায় হইয়া পড়েন, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন না। পরিস্থিতি এইরূপ সৃষ্টি হয় যে অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকগণও রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীর মতো আচরণ করিতে শুরু করেন অনেক ক্ষেত্রে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক উপাদান বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শিক্ষার উপাদান ও চর্চা কমিতে থাকে। এইসকল পরিস্থিতি সার্বিকভাবে শিক্ষার মান কমাইয়া দিতেছে এবং শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ বিনষ্ট করিতেছে। এই পরিস্থিতি হইতে বাহির হওয়া প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন ও সুরুচির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। সরকারের নীতিনির্ধারকবৃন্দ, রাজনীতিবিদ গোষ্ঠী, শিক্ষকমণ্ডলী সকলকেই বুঝিতে হইবে, শিক্ষা সত্যি সত্যিই জাতির মেরুদণ্ড। ইহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব সকলেরই। আজকের শিক্ষার্থীরাই সামনের দিনগুলিতে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। তাই শিক্ষার বাহিরে অন্য প্রভাবগুলি হইতে শিক্ষাকে মুক্ত রাখিতে হইবে।